"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০৩.০০০০.০৬৩.২৩.০১৩.১৭ - ৬৯৮ তারিখঃ ১১ অক্টোবর , ২০১৭খ্রিঃ।

বিষয় : মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০.০৮.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

সূত্র : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৩.২৩.০১৪.১৭-৫১২,
তারিখ : ০৯ অক্টোবর, ২০১৭খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকে মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত পত্রের মর্মানুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

১২/১০/১৭
(মো: অহিদুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব
ও
পরিচালক (পিআইডব্লিউ)

বিতরণ :

১২/১০/১৭

১-৪ । অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ/সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

৫-৫৪ । অধ্যক্ষ, ----------পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক/বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্রাফিক আর্টস/বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট/ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী/ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া।

৫৫-১১৮ । অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ----------

১১৯-১২২ । আঞ্চলিক পরিদর্শক, আঞ্চলিক পরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/ খুলনা।

অনুলিপিঃ

১-৫ । পরিচালক (পিআইডব্লিউ/প্রশাসন/পরিঃ ও উন্নঃ/ভোকেশনাল/পিআইইউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬ । জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সহকারী সচিব (সমন্বয়), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৭ । ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ICT সেল (পত্রখানা জরুরী ভিত্তিতে ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৮ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৯ । মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

১০ । নথি।

AD-PIW
৪/১০/১৭

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা।
www.tmed.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৩.২৩.০১৪.১৭- ৫২২

তারিখ: ২৪ আশ্বিন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ০৯ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় কার্যসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০.০৮.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

সূত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০১.২০১৭/১১১, তারিখ: ১০.০৯.২০১৭ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকে প্রাপ্ত মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় কার্যসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১০.০৮.২০১৭ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত কার্যবিবরণীতে বিবৃত নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/কর্মসূচির আলোকে নির্ধারিত সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে কারিগরি ও মাদ্রাসা স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো:

সিদ্ধান্তসমূহ:

- ✓ মহান বিজয় দিবসে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সরকারি/বেসরকারি) মহান বিজয় দিবসের তৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে সকল সরকারি কর্মচারিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
- ✓ জাতীয় পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন সংক্রান্ত দু'টি কর্মসূচি একত্রিত করে জাতীয় পর্যায়ে/সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিতর্ক, আবৃত্তি এবং রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচিটি উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের উপস্থিতিতে তাঁদের কণ্ঠে উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

কর্মসূচি:

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি
১	৬.১২.২০১৭	সকল সরকারি , আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (সূর্যোদয়ের সাথে সাথে)।
২	১৬.১২.২০১৭ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায়	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী।
৩	১৬.১২.২০১৭	জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ ক্রীড়া অনুষ্ঠান, T-20 ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট, নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব) ফুটবল, কাবাডি ও হাডুডু খেলার আয়োজন।
৪	১৬.১২.২০১৭ থেকে ৩১.১২.২০১৭	জাতীয় পর্যায়ে রচনা, বিতর্ক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন।

৯/১০/১৭

(মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ)
সহকারী সচিব (সমন্বয়)
ফোন: ৯৫৭৫৮০৭
dstmed17@gmail.com

বিতরণ:

১। অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি/মাদ্রাসা), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৩৭/৩/এ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২নং অরফানেজ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা
৬। পরিচালক, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার), বগুড়া।
৭। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট(বিএমটিটিআই), বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১) সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। উপসচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

বিষয়ঃ মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০-০৮-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	ঃ	১০-০৮-২০১৭, সকাল ১০-৩০ টা
সভার স্থান	ঃ	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। ১৯৭১-এ তারই আহবানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধে সীমাহীন ত্যাগ এবং অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে মহান বিজয় অর্জন করেন। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন দেশের জনগনকেও স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় অর্জন হলো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন। উন্নত দেশ গড়ার ব্রত নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সভাপতি আরো বলেন যে, একটি উন্নত জাতি হিসেবে মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদায় আরো সুন্দর, সুষ্ঠু, জাঁকজমকপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে এ আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

২.০ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পূর্বক জানান, আগস্ট মাস শোকাবহ মাস। এ মাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের এই আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন এবং সভায় সময়মত উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো জানান যে, প্রতি বছর মহান বিজয় দিবস সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উদযাপন করা হয়ে থাকে। বিগত বছরসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে দিবসটি আরো আকর্ষণীয় ও সাড়ম্বরে উদযাপনের জন্য এ সভায় আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন করা হবে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের নিমিত্ত কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তিনি সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

৩.০ অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ২০১৭ সালের জন্য মহান বিজয় দিবসের খসড়া জাতীয় কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। খসড়া কর্মসূচির বিষয়ে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধিগণ আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

৪.০ আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

৪.০১ খসড়া জাতীয় কর্মসূচির ০১ ক্রমিকে বর্ণিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রণয়ন এর বিষয়ে বঙ্গভবনের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে বাণী প্রণয়ন ও প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকণ্ঠে উচ্চারিত বাণী ভিডিওতে ধারণ করে বাংলাদেশের সকল মিশনসমূহে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান ;

৪.০২ জাতীয় কর্মসূচির ০২ ক্রমিকে বর্ণিত সাধারণ ছুটির বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, দিবসটিকে ইতোমধ্যে সাধারণ ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ঐদিন সাধারণ ছুটি থাকলেও সকল (সরকারি/বেসরকারি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন এবং অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতির উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া সভাপতি ঘোষণাকৃত সাধারণ ছুটির এ দিনে সকল সককারি কর্মচারিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহবান জানান ;

৪.০৩ জাতীয় কর্মসূচির ০৩ (ক) ক্রমিকে বর্ণিত সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এর বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানো আমাদের সকলের নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলনের বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। পতাকার ব্যবহার, রং, মাপ ইত্যাদি বিষয় পত্র-পত্রিকায় এবং বেতার-টেলিভিশনে ব্যপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে সভার পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া পতাকা আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণসহ প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ও জননিরাপত্তা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

অপর পৃষ্ঠা-০২ দ্রষ্টব্য

৪.২১ কর্মসূচির ১৯ ক্রমিকে বর্ণিত বিষয়ে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে মোনাজাত/প্রার্থনার বিষয়ে সচিব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, এ কার্যক্রমটি প্রতি বছরই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এবছর সন্ত্রাস ও জঙ্গি বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য সকল মসজিদে বাদ জোহর মোনাজাত এবং অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান। সভায় দেশের সকল মসজিদের ইমামগণকে কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয় ;

৪.২২ জাতীয় কর্মসূচির ২০ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করার বিষয়ে আলোচনাকালে কারা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাসময়ে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন। এছাড়া, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ কর্মসূচিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন ;

৪.২৩ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জাতীয় কর্মসূচির ২২(ক) ক্রমিকে বর্ণিত বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে জানান যে, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সকল মিশনেই মহান বিজয় দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়ে থাকে । অন্যান্যবারের মতো এবারও যথাযথ মর্যাদায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে ;

৪.২৪ জাতীয় কর্মসূচির ২২(খ) ক্রমিকে বর্ণিত বিদেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এর বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও বিদেশী দৈনিক পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনে সরবরাহের নিমিত্ত তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী ভিডিও তে ধারণের আহবান জানান ;

৪.২৫ জাতীয় কর্মসূচির ২৩ ক্রমিকে বর্ণিত ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া রেল, স্টিমার, লঞ্চ, জাহাজ সজ্জিতকরণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে কয়েকজন সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন। সভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে ভিভিআইপিগণের পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে ঢাকা-সাভার যাতায়াত পথের সড়ক সংস্কার, মেরামত এবং সড়ক দ্বীপ/ডিভাইডার বং করার বিষয়ে পূর্ব হতেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়া রাস্তার পাশের ঝোপ-জঙ্গল, আবর্জনা, পরিস্কার করার জন্য সাভার পৌরসভা মেয়রের সহযোগিতা কামনা করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় যান ও যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিচ্ছন্নতা কাজে সহযায়তা প্রদানের জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান ;

৪.২৬ জাতীয় কর্মসূচির ২৪ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রসংগে সভায় আলোচনা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি জানান, অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও দেশের সকল শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে ;

৪.২৭ জাতীয় কর্মসূচির ২৫ ক্রমিকে বর্ণিত জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ সভাকে অবহিত করেন যে, কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ;

৪.২৮ জাতীয় কর্মসূচির ২৬ ক্রমিকে বর্ণিত বিনা টিকিটে সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে। তিনি নভোথিয়েটারকে তালিকাভুক্ত করার আহবান জানান ;

৪.২৯ জাতীয় কর্মসূচির ২৭ ক্রমিকে বর্ণিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর ও উন্মুক্ত মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র/পোস্টার প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয় ;

৪.৩০ জাতীয় কর্মসূচির ২৮ ক্রমিকে বর্ণিত স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে যথাসময়ে স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্ত করা হবে। সভাপতি ডাক টিকিট অবমুক্তির সময়সূচির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ডাক বিভাগকে অনুরোধ জানান ;

৫.০ সভায় বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

৫.০১ মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী যথাসময়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী ভিডিওতে ধারণ করে বাংলাদেশের সকল মিশনসমূহে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাণীও সংযোজন করতে হবে। বাস্তবায়নে ঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ;

৫.০২ মহান বিজয় দিবসে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সরকারি/বেসরকারি) মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সকল সরকারি কর্মচারীকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ; বাস্তবায়নে ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

অপর পৃষ্ঠা-০৫ দ্রষ্টব্য

৫.১২ জাতীয় পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন সংক্রান্ত দু'টি কর্মসূচি একত্রিত করে জাতীয় পর্যায়ে/সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিতর্ক, আবৃত্তি, এবং রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচিটি উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের উপস্থিতিতে তাঁদের কণ্ঠে উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ;

৫.১৩ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা ধারাবাহিকভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয় ;

৫.১৪ প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র ও বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকাশিতব্য ক্রোড়পত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব এর বাণী প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্রোড়পত্রের খসড়া প্রস্তুত করে তা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে তা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয় ;

৫.১৫ বিমান বাহিনী জাদুঘর, নৌ-বাহিনী জাদুঘর ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর এবং বাংলাদেশ পুলিশ জাদুঘরসহ সকল সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ বিনা টিকিটে সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখতে হবে ;

৫.১৬ জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গি বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য সকল মসজিদে বাদ জোহর মোনাজাত এবং মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সকল মসজিদের ইমামগণকে কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন;

৫.১৭ মহান বিজয় দিবস-২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ জাতীয় কর্মসূচি সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত করণের প্রস্তাব করা হয় ঃ

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	১৬-১২-২০১৭	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২।	১৬-১২-২০১৭	মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩।	১৬-১২-২০১৭	ক) সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (সূর্যোদয়ের সাথে সাথে)	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ ভবনসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ ভবনের মালিক। বিঃদ্রঃ তথ্য মন্ত্রণালয় হতে বিষয়সমূহ (বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ও বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/ টিভি চ্যানেলে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে)।
	১৫-১২-২০১৭ এবং ১৬-১২-২০১৭ (উভয় দিন) সন্ধ্যা থেকে রাত ০১টা পর্যন্ত	খ) ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে বৃহদাকারের বাংলাদেশের পতাকা টানানো	খ) প্রশাসক,বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
		গ) গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা- সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা।	গ) বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, বেসরকারি ভবনের মালিক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
৪।	১৬-১২-২০১৭	ক) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঢাকায় একত্রিশবার তোপধ্বনি। খ) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনি।	ক) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ খ) জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, জেলা প্রশাসক(সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),বাংলাদেশ পুলিশ
৫।	১৬-১২-২০১৭ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৬।	১৬-১২-২০১৭ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠা-০৭ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭।	১৬-১২-২০১৭	(ক) সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ। (খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কূটনীতিক এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ	(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রশাসক,বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। (খ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৮।	১৬-১২-২০১৭ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায়	(ক) তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সকাল ১০.৩০ টায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিএনসিসি, বর্ডার গার্ড, কোষ্টগার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও ভিডিপি, কারারক্ষীগণ কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ এবং বিমান বাহিনীর ফ্লাইপাষ্ট, উড়ন্ত হেলিকপ্টার হতে রজ্জু বেয়ে অবতরণ, প্যারাসুট জাম্প, চলন্ত যান্ত্রিক সামরিক কলামের সালাম, মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সালাম গ্রহণ ও কুচকাওয়াজ পরিদর্শন। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার এবং বেসরকারি বেতার, টিভি চ্যানেল সমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (প্যারেড স্কয়ারের দু'পাশে বড় পর্দায় দেখানোর ব্যবস্থাসহ) অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার। (খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়/ বিদ্যুৎ বিভাগ/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল/বাংলাদেশ টেলিভিশন/ বাংলাদেশ বেতার/ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর/ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ/বেসরকারি বেতার, টিভি চ্যানেলসমূহ। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৯।	১৬-১২-২০১৭	দেশের সকল জেলা এবং উপজেলা সদরে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, বিএনসিসি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কারারক্ষী, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার স্কাউট, গার্লস গাইড এবং শিশু-কিশোর সংগঠন (যেখানে সম্ভব) কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান।	জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ।
১০।	১৬-১২-২০১৭	জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সদরঘাট, ঢাকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর বাদক দল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশন।	জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
১১।	১৬-১২-২০১৭	চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা ও পায়রা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা, (নারায়ণগঞ্জ), চাঁদপুর ও বরিশালসহ বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোষ্টগার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ,, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড।
১২।	১৬-১২-২০১৭	ক) জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক স্ব স্ব জেলায় ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) সকল সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন।	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা পরিষদ (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল), পৌরসভা (সকল) জেলা এবং উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (সকল)। খ) সকল সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, প্রশাসক জেলা/ উপজেলা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ(সংশ্লিষ্ট)।
১৩।	১৬-১২-২০১৭	জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, ক্রীড়া অনুষ্ঠান, T-20 ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট, নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব) ফুটবল, কাবাডি ও হাডুডু খেলার আয়োজন।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

অপর পৃষ্ঠা-০৮ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৪।	১৬-১২-২০১৭	বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় যাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, গারো কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শাওতাল সম্প্রদায় রাজশাহী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, রাখাইন সম্প্রদায় কক্সবাজার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমীসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় যাদুঘর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, গারো কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শাওতাল সম্প্রদায় রাজশাহী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায় কক্সবাজার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১৫।	১৬-১২-২০১৭ থেকে ৩১-১২-২০১৭	ক) সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম। খ) জাতীয় পর্যায়ে রচনা, বিতর্ক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন।	ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। খ) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
১৬।	০১-১২-২০১৭ থেকে ৩১-১২-২০১৭	বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার।	তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেল, ডিএফপি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।
১৭।	১৬-১২-২০১৭	ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সিনেমা হল সমূহে বিনা টিকিটে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং দেশের সর্বত্র মিলনায়তনে/ উন্মুক্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন।	তথ্য মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জেলা তথ্য কর্মকর্তা (সকল), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।
১৮।	১৬-১২-২০১৭	সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।
১৯।	১৬-১২-২০১৭	সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমে জনমত সৃষ্টির জন্য আলোচনা ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে আলোচনা এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদ/ আত্মদানকারী/ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে মোনাজাত/ প্রার্থনা।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
২০।	১৬-১২-২০১৭	দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২১।	১৬-১২-২০১৭	বঙ্গভবনে অপরাহ্নে (রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে) সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
২২।	১৬-১২-২০১৭	ক) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহ ও মিশনে বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। খ) বিদেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশন প্রধান (সকল)।
২৩।	১৬-১২-২০১৭	ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণ। বাস, রেল ও নৌযানসমূহ সজ্জিতকরণ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহা সড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
২৪।	১৬-১২-২০১৭	দেশের সকল শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক (সকল), পুলিশ সুপার (সকল), সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্তৃপক্ষ।

অপর পৃষ্ঠা-০৯ দ্রষ্টব্য